কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

১৯৯১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১১৬৪৭

[সহ গৌরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা ও অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা।]

সাথে

১৯৯১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১১৬৪৮

[জাগাদিস প্রাসাদ গএঙ্কা এবং বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য]

সাথে

১৯৯১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১১৬৪৯

[সঞ্জীব গোয়েঙ্কা- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা।]

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রীযুক্ত শক্তিনাথ মুখার্জি, বরিষ্ঠ আইনজীবী

শ্রীযুক্ত দেবাঞ্জন মণ্ডল,

শ্রীযুক্ত অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত সঞ্জীব কুমার ত্রিবেদী,

শ্রীযুক্ত সৌনাভো ঘোষ,

শ্রীমতী ইরান হাসান,

শ্রীযুক্ত সংকেত সরওগল,

শ্রীযুক্ত জসজিৎ মুখার্জি,

শ্রীমতী মহিমা চেলেরা

রাজ্যের জন্যঃ টি.এম. সিদ্দিকুল,

শ্রী তনয় চক্রবর্তী,

শুনানি এবং রায়দান ১৭.১১.২০২৩.

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী,

উপরের উল্লিখিত তিনটি রিট পিটিশন একই তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর অভিন্ন ত্রাণের জন্য দায়ের করা হয়েছে। অতএব, এই আদালত উপরোক্ত রিট আবেদনে নিম্নলিখিত সাধারণ রায় প্রদান করে ।

সুবিধা এবং সংক্ষিপ্ততার জন্য, ১৯৯১ সালের ডব্লিউপিএ ১১৬৪৭-এর তথ্য নীচে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এটি আবেদনকারীদের মামলা যে তারা একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য যার মধ্যে আবেদনকারী নং ১ হল 'কর্তা'। বাকি আবেদনকারীরা উক্ত হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য। এখানে উল্লেখ করা যাক যে রিট পিটিশনগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারী নং ২, শ্রীমতী ইন্দু গোয়েঙ্কা মারা গিয়েছিলেন এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে তাঁর নাম রিট পিটিশনের কারণ শিরোনাম থেকে এই ভিত্তিতে মুছে ফেলা হয়েছিল যে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে রেকর্ডে রয়েছেন। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এইচ. ইউ. এফ-এর 'কর্তা' হিসাবে আবেদনকারী নম্বর ১-এর মালিক হলেন পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোডের প্রাঙ্গণের ১/৪ "শেয়ারের মালিক, যা ৭৮৭.১৪ বর্গ মিটার এলাকা নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে আবেদনকারী নম্বর ১-এর শেয়ার ১৯৬.৭৮ বর্গ মিটার। উক্ত প্রাঙ্গনে আবাসিক ভবন সহ বেশ কয়েকটি ভবন ছিল। উক্ত প্রাঙ্গণের অন্যান্য মালিকরা হলেন (ক) শ্রী রাম প্রসাদ গোয়েঙ্কা, এইচ. ইউ. এফ-এর ৩/১৬ শেয়ার, (খ) শ্রী জগদীশ প্রসাদ গোয়েঙ্কা, এইচ. ইউ. এফ-এর ১/৪" শেয়ার, (গ) শ্রী হর্ষবর্ধন গোয়েঙ্কার ১/১৬ শেয়ার এবং (ঘ) শ্রীমতী কেশর গোয়েঙ্কার ১/৪ "শেয়ার।

উপরোক্ত ছাড়াও, এইচ. ইউ. এফ-এর কর্তা হিসাবে এখানে ১ নং আবেদনকারী কথিত গৌরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা একটি ট্যাঙ্কের মালিক প্রাঙ্গনে ১৬১৭.৯১ বর্গ মিটার এলাকা নিয়ে গঠিত নং৩/৭এফ,

পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোড। এইচ. ইউ. এফ-এর কর্তা হিসাবে ১ নম্বর আবেদনকারী কলকাতার জাদুলাল মল্লিক রোডের ১ নম্বর প্রাঙ্গণে ১ বর্গ মিটার এলাকা নিয়ে গঠিত একটি অ-আবাসিক ভবন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত জমিতে অবিভক্ত ১/৪ টি. এম শেয়ারের মালিক। উক্ত প্রাঙ্গনে ১ নম্বর আবেদনকারীর অংশ আসে ১৪২.১৪ বর্গ মিটার। আবেদনকারীর আরও মামলাটি হল যে তারা যথাযথভাবে তাদের আয়কর ও সম্পদ-কর দায়ের করা উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির অস্তিত্ব এবং মালিকানা ঘোষণা করেছে এবং এইচ. ইউ. এফ হিসাবে, তাদের আইটি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে কর নির্ধারণ করা হচ্ছে। পৌর করও উল্লিখিত এইচ. ইউ. এফ দ্বারা প্রদান করা হয়।

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, যে এইচ. ইউ. এফ-এর মধ্যে ১ নম্বর আবেদনকারী হলেন 'কর্তা', তিনি শহুরে জমি (সর্বোচ্চ সীমা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৬-এর অর্থের মধ্যে কোনও খালি জমি রাখেননি। তাছাড়া, যেহেতু হিন্দু অবিভক্ত পরিবার উক্ত আইনের অর্থের মধ্যে "ব্যক্তি" নয়। উক্ত এইচ. ইউ. এফ-এর দ্বারা উক্ত আইনের অধীনে কোনও রিটার্ন দাখিল করার প্রয়োজন ছিল না। তবে, অসাবধানতাবশত এবং ভুলবশত, আবেদনকারী ১ নম্বর উত্তরদাতা নং ২-এর সামনে উক্ত আইনের ৬ (১) ধারার অধীনে রিটার্ন দাখিল করেছিলেন। সঠিক ভুলের মাধ্যমে এবং আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছিল। উক্ত এইচ. ইউ. এফ-এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিবরণ।

আবেদনকারীদের দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে যদিও উক্ত আইনের ৬ (১) ধারার অধীনে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছিল, তবে আবেদনকারী নং ১-ও উক্ত আইনের ২১ ধারার অধীনে উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। উক্ত আবেদনটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে। পরবর্তীকালে, উত্তরদাতারা প্রায় ১২ বছর ধরে কোনও ব্যবস্থা নেননি। যাইহোক, ১৯৮১ সালের ১১ই আগস্ট বা তার কাছাকাছি সময়ে, আবেদনকারী নং ১-কে উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রস্তুত করা ৬ই আগস্ট, ১৯৮৮ তারিখের একটি তথাকথিত খসড়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী নং ১-কে উক্ত বিবৃতিটি কার্যকর হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খসড়া বিবৃতির বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করতে বলা হয়েছিল। উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খসড়া বিবৃতি থেকে ১ নম্বর আবেদনকারী জানতে পারেন যে, ১ নম্বর আরবান ল্যান্ড কেস নং ৬ (১)/ ১১৪/১৯৭৬ ।

উক্ত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির বিশদে বিবৃতি, প্রাঙ্গণ নং ৩৭এফ পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোড এবং ১,

জাদুলাল মল্লিক রোডকে খালি জমি হিসাবে দেখানো হয়েছিল কিন্তু উক্ত সম্পত্তির উপর ভবন এবং অনাবাসিক কাঠামো রয়েছে। আবেদনকারী নং ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮-এ বা তার কাছাকাছি সময়ে উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খসড়া বিবৃতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। যে ১ শতাংশ ডিসেম্বর, ১৯৮৮-এ, উত্তরদাতা নং ২ আবেদনকারী নং ১-কে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৮-এ শুনানির জন্য একটি নোটিশ জারি করেছিলেন। এরপরে, ১৯৯১ সালের ১৬ই এপ্রিল, আবেদনকারী নং ১ বাদী নং ২ দ্বারা ১১ই এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখের একটি নোটিশ সহ জারি করা একটি উদ্দেশ্যমূলক চূড়ান্ত বিবৃতি পেয়েছিলেন, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী নং ১ তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার মধ্যে প্রায় ২৪৭৮.০৮ বর্গ মিটার খালি জমির মালিক, যদিও তিনি উক্ত আইনের অধীনে সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে ৫০০ বর্গ মিটার জমির অধিকারী ছিলেন। তদনুসারে, তাকে অতিরিক্ত জমি আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই জাতীয় চূড়ান্ত বিবৃতি প্রাপ্তির পরে আবেদনকারীদের পক্ষে তাদের আইনজীবী মেসার্স খৈতান অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতার মাধ্যমে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীরা উক্ত আইনের ৮ নং ধারার অধীনে দায়ের করা আপত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে ডি-নভো শুনানির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যাইহোক, তদন্তের পরে জানা গেছে যে ২ নং উত্তরদাতা ইতিমধ্যে উক্ত আইনের ১০ (১) ধারার অধীনে একটি কার্যধারা দায়ের করেছেন এবং তাই ১৯৯১ সালের ২৮ শে জুন তারিখের নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী শুনানির কোনও সুযোগ নেই। আবেদনকারীদের মতে, পুরো

কার্যধারা স্বেচ্ছাচারী, অবৈধ, ছাড়া দুর্বোধ্য এবং/অথবা এর বেশি এখতিয়ার, আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই। উত্তরদাতারা করতে ব্যর্থ হয়েছে ধারা ৬ (১) এর বিধানকে ব্যাখ্যা করে এবং এর মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা করে হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনকারীরা -এর জন্য আবেদন করেছেন। উপরে উল্লিখিত রিট পিটিশনে নিম্নলিখিত ত্রাণ।

(ক) একটি রিট এবং/অথবা আদেশ এবং/অথবা সার্টিওরারি প্রকৃতির নির্দেশ যা উত্তরদাতাদের এবং তাদের প্রত্যেককে, তাদের কর্মচারী এবং/অথবা এজেন্টদের অবিলম্বে এই মামলা সম্পর্কিত নথিগুলি প্রত্যয়িত করতে এবং পাঠাতে নির্দেশ দেয় যার মধ্যে উল্লিখিত খসড়া বিবৃতি এবং/অথবা কথিত চূড়ান্ত বিবৃতিটি যথাক্রমে 'সি' এবং 'জি' সংযুক্তি এবং/অথবা তার ভিত্তিতে নেওয়া কোনও পদক্ষেপ এবং তার ভিত্তিতে বা তার অধীনে নেওয়া সমস্ত উদ্দেশ্যমূলক কার্যধারা যাতে এটিকে সরিয়ে দেওয়া যায় এবং/অথবা বাতিল করা যায় এবং যুক্তিসঙ্গত ন্যায়বিচার প্রদান করা যায়।

(খ) একটি রিট এবং/অথবা আদেশ এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির নির্দেশ যা উত্তরদাতাদের এবং তাদের প্রত্যেককে, তাদের কর্মচারী এবং/অথবা এজেন্টদের নির্দেশ দেয় এবং নির্দেশ দেয়-প্রত্যাহার, প্রত্যাহার, প্রত্যাহার এবং/অথবা বাতিল করার সাথে উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খসড়া বিবৃতি এবং/অথবা উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চূড়ান্ত বিবৃতিটি সংযুক্তি "সি" এবং "জি" এর।

যথাক্রমে এবং বা তার ভিত্তিতে বা তার অধীনে নেওয়া কোনও পদক্ষেপ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বা তার অধীনে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া বা কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা এবং আইন অনুসারে কাজ করা;

(গ) নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতির একটি রিট এবং/অথবা আদেশ এবং/অথবা নির্দেশ যা উত্তরদাতাদের এবং তাদের প্রত্যেককে, তাদের কর্মচারী এবং/অথবা এজেন্টদের উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খসড়া বিবৃতি এবং/অথবা উল্লিখিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চূড়ান্ত বিবৃতি যথাক্রমে "সি" এবং "জি" সংযুক্তি এবং/অথবা তার ভিত্তিতে বা তার অধীনে নেওয়া কোনও পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে বা অনুসরণে কোনও পদক্ষেপ বা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে নিষেধ করে;

(ঘ) সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি পেশ করার জন্য এবং আবেদনকারীদের সমস্ত অধিকার সুরক্ষার জন্য এবং আবেদনকারীদের মামলার পরিস্থিতিতে যেমন স্বস্তি দেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হবে ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ হবে;

(ঙ) উপরের প্রার্থনা (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিসিকে শাসন করুন;

(চ) উত্তরদাতাদের এবং তাদের প্রত্যেককে, তাদের চাকর এবং/অথবা এজেন্টদের পরিপ্রেক্ষিতে বা অনুসরণে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া বা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখার নির্দেশ উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খসড়া আদেশ এবং/অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

চূড়ান্ত আদেশটি এই আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যথাক্রমে "সি" এবং "জি" সংযুক্তি;

(ছ) উপরের প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন ক্রম ;

(জ) খরচের জন্য উপযুক্ত অর্ডার;

(ঝ) এই বিষয়ে আরও বা অন্য কোনও আদেশ দেওয়া এবং/অথবা নির্দেশ দেওয়া উচিত বলে মনে হতে পারে।

আবেদনকারী নং ১, তাঁর এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে ২ জুলাই, ২০২১ তারিখে একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেছেন। আবেদনকারী আরও যুক্তি দেখান যে শহুরে জমি (সর্বোচ্চ সীমা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৬-এর অর্থের মধ্যে কোনও অতিরিক্ত খালি জমি নেই। আবেদনকারী নং ১, তাঁর এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের জন্য ১১ই আগস্ট, ১৯৭৬ তারিখে উক্ত আইনের ৬ (১) ধারার অধীনে একটি রিটার্ন দাখিল করেছিলেন, যিনি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য, যার মধ্যে আবেদনকারী নং ১ হলেন 'কর্তা'। চূড়ান্ত বিবৃতিটি নিম্নলিখিত উল্লেখ করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। অনুযায়ী নীচের উল্লিখিত সম্পত্তিতে পরিবারের শেয়ার

সিরিয়াল নং.	অভিবক্ত শেয়ার	জায়গার নং	পরিমিত জায়গা
১	১/৪	৩৭বি, পাইকপারা, রাজা মাহিন্দ্রা রাস্তা	১৮৬.০০ এস কিও. মিটার
২	১/১২	৩৭জি,	১২২.০৩
৩	১/১২	৩৭এম,	৪৩০.০৬
৪	১/৪	১, জাদুলাল মালিক রাস্তা	১৪২.১৪
৫		৩৭এন, পাইকপারা, রাজা মাহিন্দ্রা রাস্তা	২১১৭.২৬
৬		মোট	২৯৯৭.৪৯

আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, '১৯৭৮.০৮' বর্গমিটারের অতিরিক্ত খালি জমির পরিমাণ রয়েছে। সুতরাং, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত '২৪৭৮.০৮' বর্গমিটার থেকে কথিতভাবে উল্লিখিত আইনের ৪ (১) ধারার অধীনে শুধুমাত্র ৫০০ বর্গমিটার এলাকা নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, রিটার্নকে একজন ব্যক্তি হিসাবে ভুলভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, রিটার্নটিকে একজন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল না, তবে চার সদস্যের একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হওয়ায়, উক্ত আইনের ৪ (৭) ধারার সুবিধা উক্ত পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত ছিল। বিবাদীরা এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আবেদনকারীরা উক্ত আইনের ধারা ২ (কিউ) (আই)-এর অধীনে বাদ দেওয়ার অধিকারী। উপরন্তু, প্রাঙ্গণ নং৩/৭G, রাজা মনিন্দ্র রোড পৌর নথিতে নথিভুক্ত ট্যাঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও, এটি উক্ত আইনে সংজ্ঞায়িত খালি জমির আওতার বাইরে। তদনুসারে, উক্ত আইনের ধারা ৪ (৭)-এর সাথে ধারা ৪ (১)-এর বিধান পড়ার পরে, এইচইউএফ গঠনকারী পরিবারের চার সদস্যের জন্য ২০০০ বর্গমিটার পরিমাণ কেটে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। উপরন্তু, কলকাতা পৌর আইন, ১৯৫১-এর আওতায় থাকা এলাকার অধীনে আসা সম্পত্তি এবং বিশেষ করে কলকাতা পৌর আইনের ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে, ১/৩ টিএম এলাকা

কোনও জায়গায় নির্মাণ করার সময় মোট জমি খালি রাখতে হয়। অতএব, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক স্পষ্টীকৃত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, মোট জমির এক-তৃতীয়াংশ জমি উক্ত আইনের ২ (কিউ) (আই) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কেটে নেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু উত্তরদাতারা কলকাতা পৌর আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান বিবেচনা করে আনুপাতিক জমি কেটে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২ নং উত্তরদাতা ১ শতাংশ জুলাই, ২০২২ তারিখে রিট পিটিশন এবং সম্পূরক হলফনামার বিরোধিতা করে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন। উত্তরদাতাদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীরা কোনও মৌলিক বা আইনি অধিকার লঙ্ঘন করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার জন্য সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এটি আরও আবেদন করা হয় যে আবেদনকারী নং ১ তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আরবান ল্যান্ড (সিলিং অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৬-এর ধারা ৬ (১)-এর অধীনে রিটার্ন জমা দিয়েছেন। উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে আবেদনকারী নং ১ এবং বিষয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য সহ-অংশীদারদের নামে উক্ত আইনের ধারা ৮ (১)-এর অধীনে একটি খসড়া বিবৃতি প্রস্তুত করা হয়েছিল। রিটার্ন দাখিল করা হয় এবং তারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। শুনানির সময় জানা যায় যে একজন কে.পি. গোয়েঙ্কা উক্ত সম্পত্তির আসল মালিক ছিলেন। উক্ত কে.পি. গোয়েঙ্কা-এর মৃত্যুর পরে, তাঁর তিন ছেলে, আবেদনকারী নং ১, অর্থাৎ গৌরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, রামা প্রসাদ গোয়েঙ্কা এবং জগদীশ প্রসাদ গোয়েঙ্কা এবং তাদের মা, কেশর

দেবী পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোডের প্রাঙ্গণের চূড়ান্ত মালিক হয়ে ওঠেন। কে.পি. গোয়েঙ্কা, প্রাঙ্গণ নং.৩৭বি, পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোডের জীবদ্দশায় তাঁর তিন পুত্র এবং নিজের মধ্যে একটি নিবন্ধিত দলিল দ্বারা ভাগ করা হয়েছিল। প্রাঙ্গণের সম্পত্তি নং ৩/৭এফ পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোড এবং ৩/এন, পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোডও তাঁর তিন পুত্রকে বিতরণ করা হয়েছিল। প্রাঙ্গণ নং৩৭বি পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোডের মালিকানা ছিল আবেদনকারী নং ১ রিট পিটিশনে আবেদনকারীদের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে পূর্বোক্ত হলফনামা-বিরোধী-এর বিরুদ্ধে জবাবে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন।

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জি তিনটি বিষয়েই বলেছেন যে, ১৯৭৬ সালের আরবান ল্যান্ড (সিলিং অ্যান্ড রেগুলেশন) আইন খালি জমির উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছিল। শহুরে সমষ্টি এবং বেশি জমি অধিগ্রহণের জন্য

এই ধরনের জমিতে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোচ্চ সীমা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, আনার লক্ষ্যে কয়েকজন ব্যক্তির হাতে শহুরে জমির কেন্দ্রীকরণ এবং একটি আনার লক্ষ্যে এতে অনুমান এবং মুনাফা অর্জন উপ-পরিষেবার জন্য শহুরে সমষ্টিতে জমির ন্যায়সঙ্গত বন্টন সাধারণ ভাল।

ধারা ৪ (১) শহুরে জমির সর্বোচ্চ সীমা নিয়ে কাজ করে। ধারা ৪ (১) এইভাবে চলেঃ-

"৪. সর্বোচ্চ সীমা-(১) এই -এর অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে ধারা, প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ সীমা হবে,-

(ক) যেখানে শূন্য জমি তফসিল ১-এ নির্দিষ্ট বিভাগ এ-এর মধ্যে পড়ে এমন একটি শহুরে সমষ্টিতে অবস্থিত, সেখানে পাঁচশো বর্গ মিটার;

(খ) যেখানে এই ধরনের জমি তফসিল ১-এ নির্দিষ্ট বি বিভাগের মধ্যে পড়ে এমন একটি শহুরে সমষ্টিতে অবস্থিত, সেখানে এক হাজার বর্গ মিটার;

(গ) যেখানে এই ধরনের জমি তফসিল ১-এ নির্দিষ্ট সি বিভাগের মধ্যে পড়ে এমন একটি শহুরে সমষ্টিতে অবস্থিত, সেখানে এক হাজার পাঁচশো বর্গ মিটার;

(ঘ) যেখানে এই ধরনের জমি নির্দিষ্ট ডি বিভাগের মধ্যে পড়ে এমন একটি শহুরে সমষ্টিতে অবস্থিত তফসিল ১, দুই হাজার বর্গ মিটার;

(২).....

(৩).....

(৪).....

(৫).....

(৬).....

(৭) যদি কোন ব্যক্তি কোনও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হন, তা হলে শূন্য জমির যতটা অংশ এবং অন্য যে কোনও জমির যার উপর একটি আবাসন ও বাসস্থান থাকত, ততটা অংশ, যা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের দখলে থাকা সমগ্র শূন্য জমি এবং অন্যান্য জমি যদি তার সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, তা হলে এই আইনের সূচনায় সংরক্ষিত শূন্য জমির পরিমাণ গণনার ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা হবে এই ধরনের ব্যক্তির দ্বারা।

(৮) .....

(৯).....

(১০).....

(১১).....”

প্রবীণ কৌঁসুলি আরও বলেন যে আবেদনকারীরা 'ক' বিভাগে পড়ে। এই তিনটি রিট পিটিশনে জড়িত সম্পত্তি কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের মধ্যে অবস্থিত। ধারা ৪ (১) (ক)-এর তফসিল ১-এ নির্দিষ্ট 'ক' বিভাগের মধ্যে থাকা কোনও শহুরে সমষ্টিতে একজন ব্যক্তি যে সর্বোচ্চ সীমা বজায় রাখতে পারেন তা হল পাঁচশো বর্গ মিটার, কারণ এই বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িত জমি কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং, প্রতি ব্যক্তির সর্বোচ্চ সীমা হল পাঁচশো বর্গ মিটার।।এরপর শ্রী মুখার্জি উক্ত আইনের ৪ নং ধারার উপ-ধারা (৭)-এর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিধানে বলা হয়েছে যে, যেখানে কোনও ব্যক্তি একটি হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য, এত খালি জমি এবং যে কোনও

এই আইনের শুরুতে হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের দখলে থাকা অন্যান্য জমি শূন্য জমির পরিমাণ গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। তিনি ধারা ২ (১)-এ "ব্যক্তি"-কে সংজ্ঞায়িত করার কথাও উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কোনও ব্যক্তি, পরিবার, সংস্থা, সংস্থা বা কোনও সমিতি বা ব্যক্তিদের সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক। সুতরাং, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি দ্বারা অনুরোধ করা হয় যে হিন্দু অবিভক্ত পরিবারকে আইনজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় যতক্ষণ না এটি অবিভক্ত থাকে। তাঁর দ্বারা আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে মিতাক্ষরা কোপার্সনার। ধারা ৪ (৭) অনুসারে, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারকে একজন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, তবে হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্যদের তাদের অংশ এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যেন এই আইনটি চালু হওয়ার তারিখে কোনও বিভাজন হয়েছিল। বিভাজন ছাড়া এইচইউএফ একজন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অধিকারী হবে এবং হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের জন্য শহুরে সর্বোচ্চ সীমা পাঁচশো বর্গমিটার হবে। মুখার্জি এই আদালতকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টান্তের আইনি অবস্থান তুলে ধরেছেন, যাতে মনে করা যায় যে মিতাক্ষরর যৌথ পরিবারে দুই পুত্র, চার নাতি এবং ছয় নাতি-নাতনি সহ পিতা রয়েছেন। পিতা এবং তাঁর অধীনে তিন প্রজন্মের থাকবে একটি ছাদের অধিকারী।

অতএব, আইনসভার কাছে এটা প্রতীয়মান হয় যে, একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারকে একজন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা এবং এইচইউএফ-এর পরিবারের সকল সদস্যের জন্য পাঁচশো বর্গমিটারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা একটি পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় ও অন্যায় হবে। অতএব, আইনটি বলে, আইনটি চালু হওয়ার তারিখে এইচইউএফ-কে বিভক্ত বলে মনে করা হবে। সুতরাং, উক্ত আইনের ৪ (৭) ধারার অধীনে একটি কাল্পনিক বিভাজন বিবেচনা করা হয়েছে যাতে এইচইউএফ-এর প্রতিটি সদস্য একটি অংশের অধিকারী হতে পারে। যদি ধারা ৪ (৭) সংবিধানে না থাকত, তবে এইচইউএফ একটি অংশের অধিকারী হত। সুতরাং, প্রবীণ কৌঁসুলি দ্বারা এটি জমা দেওয়া হয় যে চারজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এইচইউএফ-এর সদস্যরা শহুরে জমির ক্ষেত্রে একটি অংশের অধিকারী হবেন এবং এইচইউএফ-এর প্রতিটি সদস্যের জন্য সর্বোচ্চ সীমা পাঁচশো বর্গ মিটার হবে। শ্রী মুখার্জি উক্ত আইনের ধারা ২কিউ (আই)-এ প্রদত্ত "খালি জমি"-র সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। বিধানটি এইভাবে পড়েঃ -

“২কিও. শূন্য জমি মানে এমন জমি যা মূলত কোনও শহুরে এবং সমষ্টিগত অঞ্চলে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, তবে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়-(i) যে জমিতে সেই জমি অবস্থিত সেখানে কার্যকর বিল্ডিং প্রবিধানের অধীনে কোনও ভবন নির্মাণ অনুমোদিত নয়;

(ii)...

(iii)... “

উপরের বিধানের কথা উল্লেখ করে শ্রী মুখার্জি বলেন যে, পৌর আইনের অধীনে কোনও অংশের জন্য সর্বাধিক এলাকা রয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি নির্মাণ করতে পারেন। অবশিষ্ট এলাকা পৌর আইনের অধীনে খালি রাখতে হবে। কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে নির্মাণ অনুমোদিত এবং পৌর আইনের অধীনে এক-তৃতীয়াংশ এলাকা খালি রাখতে হবে। তবে, একটি ভবনের এই খালি অংশ যা সংবিধিবদ্ধভাবে খালি রাখা প্রয়োজন, তা শহুরে জমি (সিলিং অ্যান্ড রেগুলেশন) আইন, ১৯৭৬-এর ধারা ২কিউ (আই)-এর অধীনে খালি জমি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

২০০০ সালের ২রা জুলাই আবেদনকারীদের দাখিল করা সম্পূরক হলফনামার কথা উল্লেখ করে শ্রী মুখার্জি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সম্পত্তিতে আবেদনকারী এইচইউএফ হওয়ার কারণে আবেদনকারীদের আংশিক অংশ রয়েছে। এইচইউএফ ১৬ আনা শেয়ারের মালিক নয়। সংখ্যাগুলি উপরের চার্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ কলামে প্রতিটি সম্পত্তির সাথে জড়িত এলাকা এবং ১৯৯১ সালের ডব্লিউপিএ ১১৬৪৭-এর আবেদনকারীদের মোট ২৪৯৮ বর্গ মিটার জমি রয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ১১ই এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখের চূড়ান্ত বিবৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যা উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৯৭৮ বর্গ মিটারের খালি জমি। তবে, ধারা ৪ (৭)-এর পরিপ্রেক্ষিতে

উক্ত আইনের এইচ. ইউ. এফ আইনটি প্রবর্তনের তারিখে এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে বলে মনে করা হবে যেন কোনও বিভাজন হয়নি। বিধিবদ্ধ কল্পকাহিনীর মাধ্যমে এই বিবেচিত বিভাজন এইচ. ইউ. এফ-এর প্রতিটি সদস্যকে প্রায় ৫০০ বর্গ মিটার পরিমাপের অংশ পাওয়ার অধিকার দেয়। সুতরাং, এইচ. ইউ. এফ-এর চার সদস্যের ক্ষেত্রে, তারা প্রত্যেকে ৫০০ বর্গ মিটার এলাকা পাওয়ার অধিকারী, যা মোট ২০০০ বর্গ মিটার।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন এবং নগর জমি (সিলিং এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৬ এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য মিঃ মুখার্জি এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন যা AIR ১৯৭২ ক্যালসি ১৭৭ এ প্রকাশিত হয়েছে। তার যুক্তি, পশ্চিমবঙ্গে অবিভক্ত পরিবার সংখ্যা কম। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা HUF-এর যথাযথ যত্ন নেয়নি। সদস্য নির্বিশেষে প্রতিটি HUF-এর একটি সিলিং পাওয়ার অধিকার থাকবে। AIR ১৯৭২ ক্যালসি ১৭৭ এ প্রকাশিত ফতেহচাঁদ মিশ্র এবং অন্যান্যদের বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ সন্তুষ্টির সাথে রায় দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে অর্পিত কোপারসেনারি সম্পত্তিকে কোপারসেনারিদের ভাগাভাগি কার্যকরকারী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। অতএব, ন্যস্ত করার তারিখে কোপারসেনারিদের শেয়ার গণনা বা নির্ধারণের কোনও সুযোগ নেই। তবে, ১৯৭৬ সালের নগর ভূমি (সিলিং এবং নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারা ৪(৭) এর স্বতন্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইনে, সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, আইনটি প্রবর্তনের তারিখে, বিভাজন হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং প্রতিটি সহ-সম্পাদককে একটি অংশ দেওয়া উচিত।

এরপর শ্রী মুখার্জি মুল্লার হিন্দু আইনের নীতিমালার ৩২৫ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেন, ১৫ পৃষ্ঠার ৪৪৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে কীভাবে একটি হিন্দু যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির বিভাজন কার্যকর করা যেতে পারে। মুল্লার দ্বারা হিন্দু আইনের নীতিমালার ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ৩২৫ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেওয়া লাভজনক।

> "বিভাজন হল যৌথ মর্যাদার বিচ্ছেদ, এবং এইভাবে এটি ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিষয়। অতএব, একটি বিভাজন গঠন করা একটি যৌথ পরিবারের সদস্যের দ্বারা পরিবার থেকে নিজেকে আলাদা করার এবং চাকরিতে তার অংশ উপভোগ করার ইচ্ছার একটি নির্দিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ইঙ্গিত। সুপ্রিম কোর্ট উল্লিখিত মামলায় (রাঘবাম্মা বনাম চেঞ্চাম্মা, ১৯৬৪ এসসি ১৩৬) উল্লেখ করেছে যে এই ধরনের অভিপ্রায়ের একটি বিজ্ঞপ্তি, ইঙ্গিত বা উপস্থাপনা থাকা উচিত এবং কোন রূপ নেওয়া উচিত. সেই প্রকাশটি প্রতিটি মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। এই নীতিতে এটি অন্তর্নিহিত যে এই প্রকাশ বা অভিপ্রায়ের ঘোষণাটি কেবলমাত্র যোগাযোগহীন ঘোষণার জন্য প্রভাবিত ব্যক্তিদের জ্ঞানের জন্য হওয়া উচিত যা কেবল পৃথক হওয়ার অভিপ্রায়কে আশ্রয় দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই ক্ষেত্রে, অন্য সদস্যরা সম্মতি দেয় কিনা তা গুরুত্বহীন। একবার যৌথ পরিবারের কোনও সদস্য স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে অন্যকে অবহিত করেছেন। সদস্যরা যৌথ পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ইচ্ছা, তার অধিকার

তার অংশ অর্জন করা এবং দখল করা অনস্বীকার্য, তারা পৃথকীকরণে সম্মত হোক বা না হোক, এবং যৌথ মর্যাদার একটি তাৎক্ষণিক পরিষেবা রয়েছে।

যাইহোক, উক্ত আইনের ধারা ৪ (৭)-এ উল্লিখিত বিভাজন একটি বিবেচিত বিভাজন। সর্বোচ্চ সীমা গণনা করার জন্য একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে মালিকানাধীন সম্পত্তির ঐক্য এবং মালিকানাধীন সম্পত্তির ঐক্য প্রভাবিত হয় না যেমন একটি যৌথ হিন্দু পারিবারিক সম্পত্তির বিভাজনের ক্ষেত্রে হয়। এখানে, একটি বিধিবদ্ধ মন্তব্য রয়েছে যে আইনটি শুরু হওয়ার তারিখে একটি বিবেচিত বিভাজন ছিল। এটি ব্যক্তির ধারণার উপর নির্ভর করে না। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে, বিভাজন ব্যক্তির অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। শ্রী মুখার্জি এরপরে মহারাষ্ট্র রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্য বনাম বি. ই. সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। বিলিমোরিয়া এবং অন্যান্যরা (২০০৩) ৭ এস. সি. সি ৩৩৬-এ রিপোর্ট করেছেন। তিনি বিশেষ করে উক্ত প্রতিবেদনের ৬ ও ১৯ অনুচ্ছেদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত তারিখে জমিতে প্রকৃতপক্ষে কোনও নির্মাণ কাজ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ধারা ২কিউ (আই)-এর অর্থের মধ্যে এলাকা বাদ দেওয়া সম্ভব হবে। বি. ই. বিলিমোরিয়া (উপরে) যদিও ১৪ই আগস্ট, ২০০৩-এ প্রদান করা হয়েছিল, তবে এটি একটি স্পষ্ট রায় যা পূর্ববর্তী প্রভাব দেওয়ার প্রয়োজন। বি. ই. বিলিমোরিয়া (উপরে)-কে বিবেচনা করা হয়নি। খসড়া বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন। সুতরাং, খসড়া এবং চূড়ান্ত বিবৃতি উভয়ই অবৈধ

এবং বিবেচনা করা যাবে না। এটি অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শ্রী মুখার্জি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে। কে. সি. দাস প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৩ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৫১৫-এ রিপোর্ট করেছে, বি. ই. বিলিটমোরিয়ার (উপরে) মামলার উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে, কে. সি. দাস (উপরে)-তে এই আদালত কেবল বি. ই. বিলিমোরিয়াকে (উপরে) সেই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে আলাদা করেছে। এটি বি. ই. বিলিমোরিয়ার পূর্ববর্তী মূল্যকে ক্ষয় করতে পারে না। উল্লেখযোগ্যভাবে বি. ই. বিলিমোরিয়া এবং অন্যান্য রায় এবং উক্ত আইনের ধারা ২ (কিউ)-কে এম/এস-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। কেওয়াল কোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য একটি রাজ্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য ৯ অক্টোবর ২০২৩-এ। যাইহোক, এই ধরনের উল্লেখ বি. ই. বিলিমোরিয়ার অগ্রগতির মানকেও হ্রাস করে না, যা বৃহত্তর বেঞ্চ অন্য কথা না বলা পর্যন্ত একটি অগ্রাধিকার হিসাবে থাকবে। অশোক সদরঙ্গানি বনাম ভারত ইউনিয়নের সিদ্ধান্তটি (২০১২) ১১ এস. সি. সি ৩২১-এ আমার পর্যবেক্ষণের সমর্থনে নির্ভর করা যেতে পারে।

শ্রী মুখার্জি আরও বলেন যে, ১৯৭৬ সালের আইনের ২কিউ ধারার অর্থের মধ্যে ট্যাঙ্ক কোনও খালি জমি নয় এবং ট্যাঙ্ক দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকাকে উক্ত আইনের অধীনে খালি জায়গার আওতা থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তার যুক্তির সমর্থনে তিনি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত শ্রীমতি শ্রীল মৈত্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, এআইআর ১৯৮১ ক্যাল ১২৬ এবং ইন্দুপ্রোভা মিত্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ের উল্লেখ করেন ১ সিএইচএন ১৮৩।

এইভাবে, শ্রী মুখার্জির দ্বারা জমা দেওয়া হয় যে খসড়া এবং চূড়ান্ত বিবৃতি উভয়ই সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়নি এবং উক্ত বিবৃতিগুলি বাতিল করার যোগ্য ছিল। তিনি আবেদনকারীদের পক্ষে আরও ঘোষণার জন্যও প্রার্থনা করেন যে সর্বোচ্চ সীমাটি উক্ত আইনের ৪ (৭) ধারার বিধানের ভিত্তিতে গণনা করা উচিত।

অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান উকিল, বিশেষত উত্তরদাতা নং ২, জমা দিয়েছেন যে ভারত সরকারের আইন মন্ত্রকের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে, যা বিরোধীদের হলফনামায় পি-১ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, ১৯৭৬ সালের আইনের ৪ (৭) ধারার কল্পকাহিনী প্রযোজ্য হবে না এবং এইচইউএফকে উক্ত আইনের ৪ ধারার অধীনে ছাড়ের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিট হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এটি রাজ্য উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান উকিল দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে ১৯৭৬ সালের আইনের শুরুতে নং৩৭Q পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোড একটি ট্যাঙ্ক ছিল না। অতএব, উক্ত প্রাঙ্গণটি যথাযথভাবে খালি জমি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান উকিল পরবর্তী যুক্তি দেখান যে আবেদনকারী নং ১ শহুরে জমি (সিলিং এবং রেগুলেশন) আইন, ১৯৭৬-এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে তাঁর পরিবারকে একটি ইউনিট হিসাবে বিবেচনা করে রিটার্ন জমা দিয়েছেন। খসড়া বিবৃতি এবং চূড়ান্ত বিবৃতি প্রস্তুত করা হয়েছিল আবেদনকারী নং ১ দ্বারা জমা দেওয়া উক্ত রিটার্ন অনুযায়ী।

বলা হয়েছে যে রিটার্নটি একটি স্বীকারোক্তির প্রকৃতির যে আবেদনকারী কখনই উক্ত আইনের ৪ (৭) ধারার আশ্রয় নিতে চাননি। আবেদনকারী নং ১ দ্বারা দায়ের করা রিটার্নের ভিত্তিতে খসড়া বিবৃতি এবং চূড়ান্ত বিবৃতি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে, আবেদনকারীরা তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে তাদের দ্বারা অনুরোধ করা ত্রাণ চাইতে পারবেন না।

উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ উকিল আরও বলেন যে, আবেদনকারীরা এই আবেদনের ভিত্তিতে সুবিধা পেয়েছিলেন যে সম্পত্তিগুলি ১৯৭৬ সালের আইনের ছায়ায় সম্পদ করের কার্যক্রমে ছিল যা গৌরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা এবং পরিবার (এইচইউএফ)-ভি-তে এই আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে উপস্থিত হয়েছিল। সম্পদ কর কমিশনার, ১৯৯১ সালে এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৩২৮-এ রিপোর্ট করেছিলেন। আবেদনকারীরা উক্ত কার্যধারা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নীরব ছিলেন। সম্পত্তিগুলি উক্ত আইনের অধীনে ছিল বলে সম্পদ করের কার্যধারায় সম্পত্তির কম মূল্যায়নের সুবিধা পাওয়ার পরে, আবেদনকারীরা উক্ত আইনের অধীনে উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রস্তুত খসড়া এবং চূড়ান্ত বিবৃতিটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। তাঁর যুক্তির সমর্থনে উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী কে. ডি. শর্মা-বনাম স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, (২০০৮) ১২ এস. সি. সি. ৪৮১-এ সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা রেখেছেন।

উত্তরে, এটি শ্রী মুখার্জি, শিক্ষিত বরিষ্ঠ আইনজীবী আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলেছেন যে ধারা ৪ (৭) এর বিধান

উক্ত আইনের একটি বিধিবদ্ধ বিধান হওয়ায় এই বিষয়ে যে কোনও মন্ত্রীর নির্দেশিকা বা পরামর্শকে অগ্রাহ্য করা হবে যে এই আইনের ৪ ধারার অধীনে ছাড়ের উদ্দেশ্যে এইচইউএফকে একটি ইউনিট হিসাবে বিবেচনা করা হবে কি না। শ্রী মুখার্জির দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে এই আইনের অধীনে এই রিট পিটিশনগুলির সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের দায়ের করা রিটার্নে ৩৭জি, পাইকপাড়া, রাজা মনিন্দ্র রোড প্রাঙ্গণটি ট্যাঙ্ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। অতএব, উত্তরদাতাদের দ্বারা উপস্থাপিত কোনও নথি নেই যা দেখায় যে উক্ত প্রাঙ্গণটি ট্যাঙ্ক ছিল না। অন্যদিকে, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের মূল্যায়ন বইয়ে (সংযোজন-এ/১) উক্ত প্রাঙ্গণটি সময়ের সমস্ত বস্তুগত বিন্দুতে ট্যাঙ্ক হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

শ্রী মুখার্জি আরও দাখিল করেছেন যে, ১৯৭৬ সালের আইনের সর্বোচ্চ সীমার উপরে সম্পত্তি দেখানোর মাধ্যমে সম্পদ কর আইনের অধীনে সুবিধা পাওয়ার কারণে বিবাদীদের যুক্তিটি যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ সম্পদ কর কার্যক্রম বা তার রায় বর্তমান রিট আবেদনের বিচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই ধরনের কার্যক্রমের অস্তিত্ব প্রকাশ না করাকে তার যুক্তির সমর্থনে বস্তুগত তথ্য দমন করা বলে গণ্য করা যায় না, শ্রী মুখার্জি বলরাম মুখার্জি - বনাম - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় (১৯৮০) ২ সিএইচএন ৩৭১-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের একটি সিদ্ধান্ত এবং এস.জে.এস. বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস (পি) লিমিটেড - বনাম - বিহার রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় (২০০৪) ৭ এসসিসি ১৬৬-তে রিপোর্ট করা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিষয় সম্পত্তিগুলি এখনও ১৯৭৬ সালের আইনের ছায়ায় রয়েছে। ১৯৭৬ সালের আইন থেকে সম্পত্তির মূল্যায়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ্রাস পাবে এবং ১৯৭৬ সালের আইনের ৫ নং ধারার অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অতএব, সম্পদ করের কার্যধারায়, উক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন যথাযথভাবে কোনও দায়মুক্ত সম্পত্তির তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা হ্রাস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। উক্ত সত্যটি ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে কোনও কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করতে পারে না।

পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বিস্তারিত শুনানি এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত উপকরণ সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পর, আদালত সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে ১৯৭৬ সালের আইনের ৪(৭) ধারা অনুসারে, আইন প্রবর্তনের তারিখ থেকে HUF গঠনকারী প্রতিটি ব্যক্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে HUF-এর বিলুপ্তি বলে গণ্য করা হয়েছিল। উক্ত বিধানে আইনের অধীনে গণ্য, কাল্পনিক এবং/অথবা কাল্পনিক বিভাজন সম্পর্কে বলা হয়েছে। রাসেল - বনাম- রাসেল, ১৪ অধ্যায় ৪৭১-এ 'গণ্য' শব্দটিকে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল:- 'একটি নিয়ম যা একটি মিউচুয়াল বীমা সমিতির একটি কমিটিকে একজন সদস্যকে বহিষ্কার করার অনুমতি দেয়, (এই ভিত্তিতে) যে কমিটি যদি কোনও সময় কোনও সদস্যের আচরণ সন্দেহজনক বলে মনে করে,' ইত্যাদি বলেছে: 'আমি 'গণ্য' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই।

এই শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে তবে এর অর্থগুলির মধ্যে একটি হল বিচার বা সিদ্ধান্ত নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, পুরানো শব্দ 'ডিমস্টার' বা 'ডেম্পস্টার' ছিল বিচারকের নাম। একসময় 'ডিম' মানে বিচারিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ফলস্বরূপ, এই অর্থটি গ্রহণ করে, তাদের যা করতে হয়েছিল তা হ 'ল সদস্যের আচরণ সন্দেহজনক ছিল এবং তাকে অযোগ্য করে তুলেছিল। এটি আসলে কেবল মতামতের উপর নির্ভর করে নয়, তদন্তের উপর নির্ভর করে একটি সিদ্ধান্ত ছিল।

সেন্ট অবিন (এল. এম.)-ভি. এস.-এ. জি., ১৯৫২ এ. সি ১৫ = (১৯৫১) অল ই. আর ৪৭৩ (এইচ. এল.)-এ বলা হয়েছিল যে 'ডিম্ড' শব্দটি কোনও সংবিধানে কোনও শব্দ বা বাক্যাংশের কৃত্রিম গঠন আরোপ করতে ব্যবহৃত হয় যা অন্যথায় প্রাধান্য পায় না। কখনও কখনও এটি কোনও নির্দিষ্ট গঠনকে সন্দেহের বাইরে রাখতে ব্যবহৃত হয় যা অন্যথায় অনিশ্চিত হতে পারে। কখনও কখনও এটি একটি বিস্তৃত বিবরণ দিতে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে কী স্পষ্ট, কী অনিশ্চিত এবং কী অসম্ভব তা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১৯৭০ সালের আইনের অধীনে 'ব্যক্তি' সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে এইচইউএফ একজন আইনী ব্যক্তি। কিন্তু যদি উক্ত বিধানটি উক্ত আইনের ৪ (৭) ধারার সঙ্গে পড়া হয় তবে এইচইউএফ বিভাজন না হওয়া পর্যন্ত একজন আইনী ব্যক্তি এবং বিভাজনের পরে এটি দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং পৃথক সদস্যরা তাদের অধিকার অনুযায়ী শেয়ার পান যখন ধারা ৪-এর ধারা ৭ এইচইউএফ-এর ক্ষেত্রে কাল্পনিক বা বিবেচিত বিভাজনের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। সম্পত্তি এইচইউএফ-এর প্রতিটি সদস্য ধরে রাখার অধিকারী, সর্বোচ্চ সীমা

এইচইউএফ-এর -কে উক্ত আইনের ৪ (৭) ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, এই আদালতের অভিমত হল যে আবেদনকারীরা তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে অনুরোধ করা প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী। তদনুসারে, উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রস্তুত খসড়া এবং চূড়ান্ত বিবৃতি যথাক্রমে 'সি' এবং 'জি' সংযুক্তি হিসাবে বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের আবেদনকারীদের প্রত্যেককে পৃথক ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করে এবং আরবান ল্যান্ড (সিলিং অ্যান্ড রেগুলেশনস) অ্যাক্ট, ১৯৭৬-এর ধারা ৪ (৭)-এর বিধান অনুসারে তাদের সর্বোচ্চ সীমা ঘোষণা করে আবেদনকারীদের প্রতিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রায়ের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে। তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি, এইভাবে, প্রতিযোগিতায় নিষ্পত্তি করা হয়। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly